ভোরের কাগজ
তারিখ AUG 02 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফলে 'রহস্যজনক' বিপর্যয়

চট্টগ্রামে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম অফিস : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারের ডিগ্রি পরীক্ষায় চট্টগ্রামের বিভিন্ন কলেজের ফলাফলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এই বিপর্যয়কে 'অস্বাভাবিক' হিসেবে অভিহিত করে গতকাল রোববার পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা নগরীর বিভিন্ন স্থান এবং কলেজ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। নিউ মার্কেট মোড়ে দুপুরে ছাত্রছাত্রীদের ব্যারিকেডের কারণে প্রায় এক ঘন্টা যানবাহন চলাচল বিঘ্নিত হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের মতে, কম্পিউটারের ত্রুটির জন্য এ রকম ঘটতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানানো হয়, তারা বিষয়টি অবগত নন, তবে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গত শনিবার ফলাফল প্রকাশের পর পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে ফলাফলশিটে নিজেদের নাম দেখতে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে। অনেক পরীক্ষার্থী ও অভিভাবক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে সদুত্তর পেতে ব্যর্থ হন এবং বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানাতে থাকেন। গতকাল দুপুরে বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিত হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে। চট্টগ্রাম ও মহসিন কলেজের কয়েকশ ছাত্রছাত্রী মিছিল করে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব চত্বরে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে। সিটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দুপুর ১২টা নাগাদ নিউ মার্কেট চত্বরে সমাবেশ করে এবং ব্যারিকেড দেয়। প্রায় এক ঘন্টা ব্যারিকেড ছিল।

নগরীর অন্যতম সেরা কলেজ চট্টগ্রাম কলেজের মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৩৪০ জন। এর মধ্যে ১৭৫ জন বিএ পরীক্ষার্থীর এবং ৫০ জন বিএসসি পরীক্ষার্থীর ফলাফলই 'স্থগিত' দেখানো হয়েছে ফলাফলে।

● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম

ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয়

● প্রথম পাতার পর

চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রওশন আক্তার হানিফ এ ঘটনাকে অস্বাভাবিক অভিহিত করে বলেন, আমার কলেজে এ রকম খারাপ অবস্থা কখনো হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। তিনি বলেন, 'কন্ট্রোলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ২০ তারিখের মধ্যে ফলাফল ঠিক করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।'

সরকারি মহসিন কলেজে পরীক্ষার্থী ছিল ৮৪১ জন। এর মধ্যে ১৮৮ জন বিএসসি পরীক্ষার্থীর 'ফলাফল' একেবারে উধাও হয়ে গেছে। এই কলেজে স্থগিত হয়েছে ২৫ জনের পরীক্ষা। কলেজ অধ্যক্ষ গাজী আকবর হোসেন ফলাফলশিটে বিএসসি পরীক্ষার্থীদের নামগন্ধ না থাকাকে আজগুবি ঘটনা বলে মন্তব্য করেন।

সিটি কলেজে ২৫০ জনের রোল নম্বর 'স্থগিত' তালিকায় রয়েছে। মহিলা কলেজে ১২ জন বিকম পরীক্ষার্থীর ফলাফলের কোনো খবর নেই। নগরীর অন্য কলেজগুলোতেও এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

এ ব্যাপারে গতকাল রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ ঘটনার কথা আমরা অবগত নই। তবে কি কারণে এ রকম ঘটলো তা আমরা খতিয়ে দেখছি।